চা চাষাবাদ কৌশল

জমি নির্বাচনঃ চা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ প্রকৃতির উচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চা আবাদিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য যথাযথ নালা থাকতে হবে।

জমি প্রস্তুতি ও রোপণ পরিকল্পনাঃ নির্বাচিত স্থানটি হালকা চাষ অতঃপর মই দিয়ে মাটি সমান করতে হয় এবং আগাছা বাছাই করে নিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করতে হয়। জমি সমতল হওয়ায় বর্ষাকালে যেন পানি না দাঁড়ায় সেজন্য একটু গভীর করে ঘন ঘন নালা তৈরি করতে হয়। জমির আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে নালার ব্যবধান ১২ মিটার থেকে ১৮ মিটার, নালার প্রস্থ ০.৫ মিটার থেকে ১.৫ মিটার এবং গভীরতা ০.৫ মিটার থেকে ১.৫ মিটার হতে পারে।

চারা নির্বাচনঃ ভালো জাতের সঠিক বয়সের (আনুমানিক ১৪ মাস) এবং সুস্থ ও সবল চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এখানে বলা যায়, রোপণের জন্য আদর্শ চা চারার কান্ডের ডায়ামিটার হবে পেন্সিলের মত মোটা, চারাটি হবে ১৫-২০ টি পাতা সম্পন্ন এবং ৪০-৫০ সে.মি উচ্চতা বিশিষ্ট।

চারা রোপণ সারিঃ বিভিন্ন সারি প্রণালীতে চা চারা রোপণ করা হয়ে থাকে যথা- একক সারি প্রণালী (single hedge row) ও দ্বৈত সারি প্রণালী (double hedge row)। সাধারণত সমতল ভূমিতে চা চারা রোপণে যে কোন একটি প্রণালীসহ আয়তাকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

একক সারি প্রণালীঃ সমতল ভুমিতে সারি থেকে সারি ১০৭ সেমি (৩.৫ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৬০ সেমি (২.০ ফুট)। এতে হেক্টর প্রতি ১৫,৫৭৬ টি গাছ লাগবে। অথবা সারি থেকে সারি ৯০ সেমি (৩.০ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৭৫ সেমি (২.৫ ফুট) এতে হেক্টর প্রতি ১৪,৮১৫ টি গাছ লাগবে।

দ্বৈত সারি প্রণালী ঃ সারি থেকে সারি ১০৭ সেমি (৩.৫ ফুট), হেজ থেকে হেজ ৬০ সেমি (২.০ ফুট) ও চারা থেকে চারা ৬০ সেমি (২.০ ফুট)। এতে হেক্টর প্রতি ১৯,৯৬০টি গাছ লাগবে।

চারা রোপনের সময়ঃ এপ্রিল/মে মাসে প্রাক-বর্ষাকালীন সময়ে চা চারা রোপণ করাই ভাল। তবে যদি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় তাহলে ডিসেম্বর-মার্চ মাসেও চারা রোপণ করা যায়। পূর্ণবর্ষার সময় চা চারা রোপণের কাজ পরিহার করা হয় কারণ ঐ সময় রোপণ করে দেখা গেছে চারা মৃত্যুর হার তুলনামূলক বেশি হয়।

চারা রোপন পদ্ধতিঃ চা চারা সারিতে, নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়। যেন এলোমেলো না হয়, সেজন্য চারা রোপণের পূর্বে স্ট্যাকিং করে নিতে হয়। চারা লাগানোর নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে সঠিক মাপের গর্ত করে নিতে হয়। ক্লোন চারার জন্য গর্তের মাপ (গভীরতা ৩০-৩৫ সে.মি এবং প্রশস্থতা ২৫-৩০ সে.মি) আর বীজের চারার জন্য গর্তের মাপ (গভীরতা ৪০-৪৫ সে.মি এবং প্রশস্থতা ২৫-৩০ সে.মি) ভিন্ন হয়ে থাকে।

গর্ত তৈরির সময় খেয়াল করে উপরের মাটি (০-২৩ সে.মি) আলাদা করে একপাশে রাখতে হয় কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত উর্বর মাটি এবং নিচের মাটিটা অন্যপাশে রাখতে হয়। উপরের মাটির সাথে ২ কেজি পচা গোবর সার, ৩০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে অধিকাংশ মাটি গর্তের তলায় দিতে হবে। অতঃপর চারা বসিয়ে গর্তের বাঁকি অংশ প্রথমে সার মেশানো অবশিষ্ট মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে তারপর গর্তের আলাদা করা নিচের মাটি উপরিভাগে দিয়ে গর্ত ভালোভাবে ভরাট করে র‍্যামিং করে দিতে হবে।

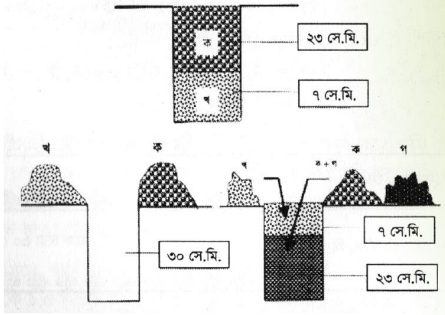

চিত্রঃ রোপন গর্তে মাটির ব্যবস্থাপনা

চা চারা রোপণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ঃ

(১) খেয়াল রাখতে হবে চারা রোপণকালীন পরিবহণ, গর্তে বসানো এবং র‍্যামিং করার সময় চারার পিন্ডিতে আঘাত না লাগে এবং উহা যেন ভেঙ্গে না যায়। কারন পিন্ডি ভেঙ্গে গেলে চারার শিকড়যুক্ত মাটি আলগা হয়ে পড়ে এবং চারা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

(২) গর্তে চারা বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার গোড়া ভূমি-তল হতে একটু উপরে থাকে এবং মাটি বসে গেলে তা যেন ভূমি-তলের সমান হয়ে যায়। অন্যদিকে, চারার গোড়া ভূমি-তল হতে নিচু হলে সেখানে বর্ষাকালে পানি জমে থাকে এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিকড় পচে যায় এবং চারা মারা যায়।

(৩) চারা রোপণের পর আলগা মাটি এবং মাটির রস সংরক্ষণের জন্য চারার গোঁড়া হতে ৭-১০ সে.মি দূরে এবং ৮-১০ সে.মি পুরু করে মালচ দেওয়া ভাল। মালচ হিসাবে কচুরিপানা, গুয়াতেমালা ও সাইট্রোনেলা ঘাস, এমনকি ঝোপ-জঙ্গল কেটে বিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ছায়াগাছ রোপনঃ চা গাছে অত্যাধিক সূর্য্যতাপে চায়ের গুনাগুণ নষ্ট হয়। তাই চা আবাদের জন্য আমাদের পরিবেশে ছায়াগাছ অপরিহার্য্য বিষয়। বিটিআরআই অনুমোদিত ছায়াগাছ (কালো শিরিস, শীলকড়ই, লোহা শিরিস) ২০ ফুট x ২০ ফুট দূরত্বে রোপন করতে হবে।

সার প্রয়োগঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-৫ বছর) চা গাছের ক্ষেত্রে রোপনের ১ম বছর প্রতি গাছে ১৩ গ্রাম, ২য় বছর প্রতি গাছে ১৫ গ্রাম করে রাসায়নিক সারের মিশ্রণ (ইউরিয়া ৪.৩ কেজি + টিএসপি ২.২ কেজি + এমওপি ৩.৫ কেজি) রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। ৩য় বছর প্রতি গাছে ১৬ গ্রাম, ৪র্থ বছর প্রতি গাছে ১৮ গ্রাম, ৫ম বছর প্রতি গাছে ২০ গ্রাম করে রাসায়নিক সারের মিশ্রণ (ইউরিয়া ৬.৮ কেজি + টিএসপি ২.২ কেজি + এমওপি ৩.০ কেজি) ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছের ক্ষেত্রে একর প্রতি ৩,০০০ কেজি সবুজ পাতার ফলন হলে ১ম ধাপে (মার্চ-জুলাই) ইউরিয়া ৬০ কেজি, টিএসপি ২৪ কেজি, এমওপি ৩৪ কেজি মিশ্রণ করে প্রয়োগ করতে হবে। একর প্রতি ১,০০০ কেজি সবুজ পাতার ফলন বৃদ্ধিতে উল্লেখিত সারের সাথে অতিরিক্ত ইউরিয়া ১০ কেজি, টিএসপি ৪ কেজি, এমওপি ৬ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। ২য় ধাপে (আগস্ট-অক্টোবর) ইউরিয়া ৫৫ কেজি, এমওপি ২৫ কেজি মিশ্রণ করে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনাঃ চা গাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার হতে রক্ষা পাবার লক্ষ্যে খরা মৌসুমে সেচের মাধ্যমে মাটিতে পানির পরিমাণ ঠিক রাখা একান্ত জরুরী। চা বাগানের জন্য 'স্প্রিংক্লার' সেচ পদ্ধতিই উত্তম।

জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগঃ

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন
উর্ধবতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ও
প্রকল্প পরিচালক
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।
মোবাইলঃ ০১৭১২১১৯৮৪৩

জনাব মোঃ আমির হোসেন
উন্নয়ন কর্মকর্তা
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।
মোবাইলঃ ০১৭৭১৫০৭৭৯২

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক
সহকারী খামার তত্ত্বাবধায়ক
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড
ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৩৯৪০৭২১২

জনাব মোঃ জায়েদ ইমাম সিদ্দিকী
উর্ধবতন খামার সহকারী
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, নীলফামারী।
মোবাইলঃ ০১৭৩৬০৩৬০৬৫

প্রকাশনায়ঃ নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প, বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।

ডিজাইন ও মুদ্রণঃ বর্ণিল প্রিন্টিং প্রেস, পঞ্চগড়। #০১৭১৯ ২৪২৬৫৮